সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫৪
WEEKLY BOOKLET-254

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"মাদানী পাঞ্জেসূরা" এর একটি অংশ সংশোধন ও পরিবর্ধন সহকারে

ইস্তিগফারের ফযীলত

৯৯টি রোগের জন্য ঔষধ ৮
ঈমান সহকারে মৃত্যু হওয়ার ৪টি ওযীফা ১৪
চার কোটি নেকী অর্জন করুন ১৬
যাদু ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ৬টি টিপস ১৯

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "মাদানী পাঞ্জেসূরা" কিতাব হতে নেয়া হয়েছে।

ইস্তিগফারের ফযীলত

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "ইস্তিগফারের ফযীলত" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য অধিকহারে যিকির করার তৌফিক দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"আমাকে আরোহীদের পাত্রের মতো বনিওনা যে, আরোহী নিজের পাত্রকে পানি দ্বারা পূর্ণ করে অতঃপর তা রাখে ও মালামাল উঠায়। এরপর যখন তার পানির প্রয়োজন হয় তখন তা থেকে পান করেন, অযু করে অন্যথায় তা ফেলে দেয়, কিন্তু আমাকে তোমরা তোমাদের দোয়ার আগে ও পরে এবং মাঝখানে স্মরণ রাখো।"

(মাযমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৩৯, হাদীস: ১৭২৫৬)

www.dawateislami.net

খোদায়া ওয়াসেতা মিঠে নবী কা, শরফ আত্তার কো হজ্ব কা আতা কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইস্তিগফার করার ৫টি ফযীলত

(১) অন্তরের মরিচার পরিচ্ছন্নতা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে লোহার মতো অন্তরেরও মরিচা ধরে যায়, আর এটার পরিচ্ছন্নতা হলো ইস্তিগফার (তথা ক্ষমা প্রার্থনা) করা।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/৩৪৬, হাদীস: ১৭৫৭৫)**

(২) পেরেশানী ও অসচ্ছলতা থেকে মুক্তি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) ইস্তিগফার (করা) কে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে **আল্লাহ পাক** তার যাবতীয় পেরেশানী দূর করে দিবেন ও সকল অসচ্ছলতা থেকে মুক্তি দান করবেন। আর এমন স্থান থেকে তাকে রিযিক প্রদান করবেন, যেখানের ব্যাপারে তার কল্পনাও হবে না।" **(সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪/২৫৭, হাদীস: ৩৮১৯)**

www.dawateislami.net

(৩) সন্তুষ্টকারী আমলনামা

হযরত সায়্যিদুনা জুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) এই কথাকে পছন্দ করে যে, তার আমল নামা তাকে খুশী করে দিক, তবে তার উচিত এতে ইস্তিগফারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৫৭৯)

(৪) সু-সংবাদ!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন; আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "ঐ ব্যক্তির জন্য সু-সংবাদ! যে নিজের আমলনামায় ইস্তিগফারকে বেশি পরিমাণে পায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/২৫৭, হাদীস: ৩৮১৮)

(৫) "সায়্যিদুল ইস্তিগফার" পাঠকারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এটি সায়্যিদুল ইস্তিগফার:

www.dawateislami.net

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْۢبِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ(১)

যে ব্যক্তি এটাকে ঈমান ও বিশ্বাস সহকারে দিনের বেলা পাঠ করলো, অতঃপর সেই দিনের সন্ধ্যার পূর্বে তার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি এটাকে রাতের বেলা ঈমান ও বিশ্বাস সহকারে পাঠ করলো, অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বে তার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী।" (বুখারী, ৪/ ১৯০, হাদীস: ৬৩০৬)

"কলেমা তৈয়্যবা" এর ৪টি ফযীলত

(১) সৌভাগ্যবান কে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!

(১) **অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! তুমি আমার প্রতিপালক!** তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমার বান্দা এবং সাধ্যমত তোমার ওয়াদা ও অঙ্গিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আমি আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপর তোমার যেসব নেয়ামত রয়েছে সেগুলো স্বীকার করছি এবং নিজ গুনাহগুলো স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ছাড়া অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

www.dawateislami.net

কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতের মাধ্যমে ধন্য (এমন) সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে? (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "হে আবু হুরাইরা! আমার ধারণা এটাই ছিল যে, আমার নিকট এই কথাটি তোমার পূর্বে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, কেননা হাদীস শুনার ব্যাপারে তোমার প্রবল আগ্রহের কথা আমি জানি। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই হবে, যে সত্য অন্তরে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (তথা কলেমা তৈয়্যবা) বলবে।" (বুখারী, ১/৫৩, হাদীস: ৯৯)

(২) উত্তম যিকির ও দোয়া

হযরত জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "সর্বোত্তম যিকির হলো لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ও সর্বোত্তম দোয়া হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰه।" (ইবনে মাজাহ, ৪/২৪৮, হাদীস: ৩৮০০)

(৩) আসমানের দরজা খুলে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই বান্দা ইখলাসের (তথা একনিষ্ঠতার) সাথে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বললো তবে

www.dawateislami.net

তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এমনকি তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।” (তিরমিযী, ৫/৩৪০, হাদীস: ৩৬০১)

(৪) ঈমান নবায়ন

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “নিজের ঈমানের নবায়ন করে নাও। আরয করো হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা আমাদের ঈমানের নবায়ন কিভাবে করে নিবো? (**হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন: “لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ (তথা কলেমা শরীফ) বেশি পরিমাণে পাঠ করতে থাকো।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/২৮১, হাদীস: ৮৭১৮)

“سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَبِحَمۡدِہٖ” পড়ার ৩টি ফযীলত

(১) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) ১০০বার سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَبِحَمۡدِہٖ পাঠ করে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যদিওবা (গুনাহ) সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।” (তিরমিযী, ৫/২৮৭, হাদীস: ৩৪৭৭)

www.dawateislami.net

(২) স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার সাওয়াব

হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার জন্য রাতে ইবাদত করা কঠিন হয়, বা সে নিজ সম্পদ খরচে কৃপণতা করে, বা শত্রুর সাথে লড়াই করতে ভয় পায়, তবে সে যেন سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَبِحَمۡدِہٖ বেশি পরিমাণে পড়ে। কেননা এমন করাটা **আল্লাহ পাকের** নিকট তার রাস্তায় স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার চেয়েও বেশি পছন্দনীয়।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১২২, হাদীস: ১৬৮৭৬)

(৩) জান্নাতে খেজুর গাছ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَبِحَمۡدِہٖ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দেয়া হয়।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১১১, হাদীস: ১৬৮৭৫)

"لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ" পড়ার ৩টি ফযীলত

(১) জান্নাতের দরজা

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি

www.dawateislami.net

কি তোমাদেরকে জান্নাতের দরজা সমূহ থেকে একটি দরজা সম্পর্কে বলব না? আরয করা হলো: হ্যাঁ, তা কি? (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "(তা হলো) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১১৮, হাদীস: ১৬৮৯৭)

(২) ৯৯টি রোগের জন্য ঔষধ

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه (এ কলেমাটি) বলবে, তবে তা (তার জন্য) ৯৯টি রোগের ঔষধ। এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা রোগ হলো দুশ্চিন্তা ও কষ্ট।"

(আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২৮৫, হাদীস: ২৪৪৮)

(৩) নেয়ামত সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থাপত্র

হযরত ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যাকে **আল্লাহ পাক** কোন নেয়ামত দান করেছেন, অতঃপর ঐ নেয়ামতকে ঐ বান্দা ধরে রাখতে চায়, তবে তার উচিত لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه বেশি পরিমাণে পাঠ করা।" (মু'জামু কবীর, ১৭/৩১১, হাদীস: ৮৫৯)

www.dawateislami.net

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়ের ৩টি ওযীফা

(১) হযরত ওবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললো:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ لَهُ الۡمُلۡكُ وَلَهُ الۡحَمۡدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكۡبَرُ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ(১)

এরপর اَللّٰهُمَّ اغۡفِرۡلِیۡ বলে নেয়, অথবা কোন দোয়া করে তবে তা কবুল করা হবে। এরপর যদি ওযু করে ও নামায আদায় করে তবে তা কবুল করা হবে।" (বুখারী, ১/৩৯১, হাদীস: ১১৫৪)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়-

(১) **অনুবাদ: আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। একমাত্র তাঁর জন্যই সমগ্র বাদশাহী এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান, সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য এবং **আল্লাহ পাক** পবিত্র। **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। আর **আল্লাহ পাক** মহান। গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক আমল করার সামর্থ্য একমাত্র **আল্লাহ পাকেরই** পক্ষ থেকে অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰهِ ، سُبْحٰنَ اللّٰهِ ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ[১]

দশবার করে পাঠ করে নেয়। তাহলে (তাকে) ঐ গুনাহ থেকে রক্ষা করা হবে যে (গুনাহের ব্যাপারে) সে ভয় করে। আর তার নিকট কোন গুনাহ পৌঁছতে পারবে না।”

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১৭৪, হাদীস: ১৭০৬০)

(৩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَحْیَانَا بَعْدَ مَاۤ اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন (জাগরণ) প্রদান করেছেন। আর আমাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী, ৪/১৯২, হাদীস: ৬৩১২)

সকাল-সন্ধ্যার ৫টি যিকির

(১) হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এমন বিচ্ছু (জীবনে) আর কখনো দেখিনি, যেটি গতরাতে আমাকে দংশন করেছে। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তুমি সন্ধ্যাবেলা-

(১) **অনুবাদ: আল্লাহ পাকের** নামের সাথে, **আল্লাহ পাক** পবিত্র, **আল্লাহ পাকের** উপর ঈমান এনেছি। মূর্তি ও শয়তানকে অস্বীকার (বর্জন) করছি।

www.dawateislami.net

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(**অনুবাদঃ** আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট পরিপূর্ণ ও যথার্থ বাক্য সমূহের দ্বারা সৃষ্টি জীবের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (এখানে সৃষ্টি দ্বারা সেই সৃষ্টিই উদ্দেশ্য, যেগুলো থেকে ক্ষতি হতে পারে)

কেন পাঠ করে নাওনি যে, বিচ্ছু তোমাকে কোন ক্ষতি করতো না।" (ইবনে হিব্বান, ২/১৮০, হাদীসঃ ১০১৬)

(২) হযরত আবান বিন ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে এটি পাঠ করবে, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি), যার নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (তিরমিযী, ৫/২৫১, হাদীসঃ ৩৩৯৯)

(৩) হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন; **নবীয়ে মুকাররাম, নুরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) সকাল-সন্ধ্যা একশতবার করে سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়লো, কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আগমনকারী কেউ হবে না। হ্যাঁ! তবে যে ব্যক্তি তার মতো (তত পরিমাণে ঐ দোয়া) পাঠ করে বা ততোধিক পড়ে, সে ব্যতীত।" (মুসলিম, ১৪৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৯২)

(৪) হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাত বার করে (এই দোয়া) পাঠ করবে;

حَسْبِیَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

(**অনুবাদ:** আমার জন্য **আল্লাহ পাকই** যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি তার উপর ভরসা করেছি। আর তিনি মহান আরশের অধিপতি) **আল্লাহ পাক** তার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করবেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০৮১)

(৫) হযরত মুনায়জির رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন; আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে (ব্যক্তি) সকাল বেলা এটা পাঠ করে:-

رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا

(**অনুবাদ: আল্লাহ পাক**কে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নবী হিসেবে (পেয়ে) আমি সন্তুষ্ট) তবে আমি তাকে নিজ হাতে

www.dawateislami.net

ধরে জান্নাতে প্রবেশ করানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছি।”

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১৫৭, হাদীস: ১৭০০৫)

কলেমায়ে তাওহীদের ৩টি ফযীলত

(১) হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি-

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ لَہُ الۡمُلۡکُ

وَلَہُ الۡحَمۡدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

(**অনুবাদ: আল্লাহ পাক** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। একমাত্র তারই জন্য সমগ্র বাদশাহী এবং তারই জন্য প্রশংসা। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান) বলল, তখন কোন আমল ঐ কলেমার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবে না (অর্থাৎ- অধিক হবে না) এবং তার সাথে কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে না।”

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/৯৪, হাদীস: ১৬৮২৪)

(২) হযরত আমর বিন শুয়াইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন; **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সর্বোত্তম দোয়া আরাফার দিবসের দোয়া,

www.dawateislami.net

আর সর্বোত্তম বাক্য হলো যা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবী عَلَيۡهِمُ السَّلَام পড়েছেন (আর তা হলো এটা)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ لَهُ الۡمُلۡكُ

وَلَهُ الۡحَمۡدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

(তিরমিযী, ৫/৩৩৯, হাদীস: ৩৫৯৬)

(৩) হযরত বারা বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) রূপা বা দুধ সদকা করলো বা অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা দেখাল তবে তা একটি গোলাম আযাদ করার মতো। আর যে ব্যক্তি-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ لَهُ الۡمُلۡكُ

وَلَهُ الۡحَمۡدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

বললো তাহলে এটাও একটি গোলাম আযাদ করার মতোই।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬/৪০৮, হাদীস: ১৮৫৪১)

ঈমান সহকারে মৃত্যু হওয়ার ৪টি ওযীফা

এক ব্যক্তি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরবারে এসে ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য দোয়ার আবেদন করলেন। তখন আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার জন্য দোয়া করলেন ও বললেন:

www.dawateislami.net

(১) প্রতিদিন সকালে ৪১বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (**অনুবাদঃ** হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই) আগে ও পরে দরূদ শরীফ সহকারে পাঠ করে নিবেন।

(২) প্রতিদিন শোয়ার সময় নিজের সকল ওযীফা আদায় করার পর সূরা কাফিরুন পাঠ করে নিবেন। এরপর কোন কথা বলবেন না। তবে যদি প্রয়োজন হয় কথা বলার পর আবার সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করে নিবেন। যাতে সর্বশেষ কথা এটাই (অর্থাৎ- এই সূরায়) হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে এবং

(৩) সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়াটি তিনবার করে পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ পাক! আমরা জেনে বুঝে শিরিক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর যা আমরা জানিনা তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। **(আল মলফুজ, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)**

(৪) -

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

www.dawateislami.net

(**অনুবাদঃ আল্লাহ পাকের** নামের বরকতে আমার ধর্ম, প্রাণ, সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পদ রক্ষা হোক) এই দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়ে নিন দ্বীন, ঈমান, প্রাণ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সব কিছু সুরক্ষিত থাকবে। (শাজারায়ে আত্তারিয়া, ১২ পৃষ্ঠা)

(সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রাত। আর অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ পর্যন্ত সকাল।)

গুনাহের ক্ষমা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

যে ব্যক্তি এই ওযীফাটি পড়ে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যদিওবা তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণ হয়। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৬৬২, হাদীসঃ ৬৯৭৭)

চার কোটি নেকী অর্জন করুন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً

وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

www.dawateislami.net

হযরত তামীম দারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এই কলেমাগুলো (তথা শব্দগুলো) দশবার পাঠ করবে, এমন ব্যক্তির জন্য চার কোটি নেকী লিখে দেয়া হয়।" (তিরমিযী, ৫/২৮৯, হাদীস: ৩৪৮৪)

শয়তান থেকে বাঁচার আমল

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ لَهُ الۡمُلۡكُ
وَلَهُ الۡحَمۡدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

হযরত আবু হুরাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এই কলেমাগুলো দৈনিক ১০০বার পাঠ করবে, তাহলে তার এই আমল ১০জন গোলাম আযাদ করার সমান হবে এবং তার আমলনামায় শত নেকী লেখা হবে ও তার শত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এই কলেমা তাকে সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষা করবে এবং কোন ব্যক্তি তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবেনা তবে ঐ ব্যক্তি যিনি এই আমল তার চাইতে বেশি করবে।" (বুখারী, ২/৪০২, হাদীস: ৩২৯৩)

www.dawateislami.net

গীবত থেকে বেঁচে থাকার মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যখন কোন মজলিশে (তথা মানুষের মাঝে) বসবে তখন বলবে:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

তখন **আল্লাহ পাক** তোমার জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন যিনি তোমাকে গীবত (করা) থেকে সুরক্ষিত রাখবেন। আর যখন মজলিশ থেকে উঠবে তখন বলবে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

তখন ঐ ফিরিশতা লোকদেরকে তোমার গীবত (করা) থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। (আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

৫টি মাদানী ফুল

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বাণী হচ্ছে: পাঁচটি অভ্যাস এমন রয়েছে, কোন ব্যক্তি তা গ্রহণ করলে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হবে।

(১) সময়ে সময়ে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলতে থাকা।

www.dawateislami.net

(২) যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, যেমন- অসুস্থ হলে, কোন ক্ষতি হলে বা দুশ্চিন্তার কোন খবর শুনলে, তখন

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এবং

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়া।

(৩) যখনই কোন নেয়ামত অর্জিত হয়, তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়া।

(৪) যখনই কোন বৈধ কাজের সূচনা করে তখন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া।

(৫) যদি কোন গুনাহ হয়ে যায়, তখন এরূপ বলা

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ বলা (অর্থাৎ আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তার নিকট তাওবা করছি।)

(আল মুনাব্বাহাত, ৫৭ পৃষ্ঠা)

যাদু ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ৬টি তালা

এই ৬টি দোয়াকে 'শস কুফ্‌ল' তথা ছয় তালা বলা হয়। যে ব্যক্তি রাতে সর্বদা 'শস কুফ্‌ল' পড়তে থাকবে বা লিখে নিজের কাছে রাখবে সে সকল ভয়, ক্ষতি ও যাদু থেকে এবং সব রকমের বিপদাপদ থেকে اِنْ شَآءَ اللّٰه রক্ষা পাবে।

(জান্নাতি যেওর, ৫৮২ পৃষ্ঠা)

১ম তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ
الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

২য় তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الْخَلَّاقِ
الْعَلِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ

৩য় তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ
الْبَصِيْرِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْعَلِيْمُ الْبَصِيْرُ

৪র্থ তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ
الْبَصِيْرِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْغَنِىُّ الْقَدِيْرُ

৫ম তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ
الْبَصِيْرِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

www.dawateislami.net

৬ষ্ঠ তালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِيْعِ
الْبَصِيْرِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ
الْحَكِيْمُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

নামাযের পর পাঠ করার ওযীফা

নামাযের পর যে সব দীর্ঘ যিকিরের কথা হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে; তা যেন যোহর, মাগরিব ও ইশার নামাযের সুন্নাতের পর পড়া হয় সুন্নাতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দোয়াতে সন্তুষ্ট হওয়া চায়। অন্যথায় সুন্নাতের সাওয়াব কমে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৩০০। বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১০৭ পৃষ্ঠা) হাদীসে পাকে কোন দোয়ার ক্ষেত্রে যে সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে কম-বেশি করবেন না। যে ফযীলতের কথা ঐ যিকিরের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐ সংখ্যার সাথেই নির্দিষ্ট। এগুলোতে কম-বেশি করার দৃষ্টান্ত হলো ঠিক এরকম; যেমন- কোন তালা নির্দিষ্ট কোন চাবি দিয়েই খুলে। এখন যদি ঐ চাবির দাত বেশি বা কম করা হয় তখন তা দ্বারা ঐ তালা আর খুলবে না। অবশ্য যদি সংখ্যার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তবে বেশি পাঠ করতে পারবে। আর এই বৃদ্ধি মূলত বৃদ্ধি নয়। বরং পূর্ণ করা মাত্র। (প্রাগুক্ত, ৩০২ পৃষ্ঠা) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের

www.dawateislami.net

সুন্নাত ও নফল আদায়ের পর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করে নিন। সহজে বুঝার জন্য অবশ্য ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছে। তবে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা শর্ত নয়। প্রতিটি ওযীফার শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করে নেয়াটা সোনায় সোহাগা হবে।

(১) আয়াতুল কুরসী একবার করে পাঠকারী মৃত্যুবরণ করতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/১৯৭, হাদীস: ৯৭৪)

(২) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ[১]

(আবু দাউদ, ২/১২৩, হাদীস: ১৫২২)

(৩) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ[২] **(তিনবার করে পাঠকারীর)** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও সে লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে।

(তিরমিযী, ৫/৩৩৬, হাদীস: ৩৫৮৮)

(৪) তাসবীহে ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا: سُبْحٰنَ اللّٰهِ ৩৩বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৩বার, মোট ৯৯বার এবং শেষে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ ط

---

(১) **হে আল্লাহ পাক!** তুমি তোমার যিকির, তোমার শোকর এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমায় সাহায্য করো।

(২) আমি **আল্লাহ পাক** থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর আমি তাঁরই নিকট তাওবা করছি।

www.dawateislami.net

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ(১)

একবার পাঠ করে (মোট ১০০ সংখ্যাটি পূর্ণ করে নিন।) তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিওবা তার (গুনাহের) পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।

(৫) প্রত্যেক নামাযের পর কপালের সামনের অংশে হাত রেখে পাঠ করে নিন

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ط

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّیْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ(২)

(পড়ার পর হাত টেনে কপাল পর্যন্ত আনবেন) তাহলে (পাঠকারী) সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে রক্ষা পাবে। আমার আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখিত দোয়ার শেষে অতিরিক্ত এই শব্দগুলো বৃদ্ধি করেছেন: وَعَنْ اَهْلِ السُّنَّة অর্থাৎ- আহলে সুন্নাত থেকে।

(৬) আসর ও ফজরের পর পা না সরিয়ে বসাবস্থায়, কোন কথা না বলে -

---

(১) **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(২) **আল্লাহর** নামে শুরু, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। যিনি দয়ালুও করুনাময়। **হে আল্লাহ পাক!** আমার কাছ থেকে দুঃখ ও পেরেশানী দূর করে দাও।

www.dawateislami.net

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ(১)

১০বার করে পাঠ করবেন। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

(৭) হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) নামাযের পর এটা বলবে:

سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ(২)

তাহলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে উঠবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১২৯, হাদীস: ১৬৯২৮)

(৮) হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১০বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা) পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তির জন্য তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা আবশ্যক করে দিবেন।

(তাফসীরে দুররে মুনছুর, ৮/৬৭৮)

---

(১) **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা। তাঁর (কুদরতের) হাতেই কল্যাণ, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(২) অনুবাদ: পুতঃপবিত্র মহান রব এবং তাঁরই জন্য প্রশংসা তাঁরই দয়াতে নেক কাজ করার তৌফিক এবং গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি অর্জিত হয়

www.dawateislami.net

(৯) হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর

سُبۡحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ﴿۱۸۰﴾

وَ سَلٰمٌ عَلَى الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۱۸۱﴾ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۸۲﴾ (১)

(পারা: ২৩, সূরা: সাফ্‌ফাত, আয়াত: ১৮০ থেকে ১৮২ পর্যন্ত)

তিন বার পাঠ করবে, সে যেন প্রতিদানের বিশাল এক ভান্ডার (পাত্র) পূর্ণ করে নিলো।

(তাফসীরে দুররে মনছুর লিস সূয়ূতী, ৭ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

মিনিটের মধ্যে ৪টি খতমে কুরআনের সাওয়াব

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ফযর নামাযের পর **১২**বার قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা) পাঠ করবে সে যেন চার বার (সম্পূর্ণ) কুরআন পড়লো এবং ঐ দিন তার সেই আমল

(১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** পবিত্রতা আপনার প্রতিপালকের জন্য, তাদের উক্তি সমূহ থেকে এবং শান্তি বর্ষিত হোক পয়গম্বরদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ**রই, যিনি সমস্ত হাজানের প্রতিপালক।

www.dawateislami.net

পৃথিবীবাসীর মধ্যে সব চাইতে উত্তম, যদি সে তাকওয়া অবলম্বন করে থাকে।” (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ২/৫০১, হাদীস: ২৫২৮)

শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকার আমল

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করলো আর কথা না বলে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা) ১০বার আদায় করলো, তাহলে ঐ দিন তার নিকট কোন গুনাহ পৌঁছাতে পারবে না এবং তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করা হবে।” (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৮/৬৭৮)

নামাযের পর পাঠ করার জন্য অতিরিক্ত দোয়া মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব বাহারে শরীয়াত ৩য় অংশের ১০৭ পৃষ্ঠা থেকে ১১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আল ওযীফাতুল করীমা ও শাজারায়ে কাদেরীয়া অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আখেরী নবী ইরশাদ করেন:

যদি তুমি এতটুকু অপরাধ করো, যা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় অতঃপর তাওবা করো, তবে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তোমার তাওবা কবুল করবেন।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৪৯০, হাদীস: ৪২৪৮)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৯২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৭৫১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৯২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৫২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net